কর্মসংস্থান ব্যাংক

(রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু

ঋণ আদায় বিভাগ।

অপারেশন পরিপত্র নং- ০১/২০১৭ তারিখ: ০২.০৪.২০১৭

সকল শাখা ব্যবস্থাপক/
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
কর্মসংস্থান ব্যাংক।

বিষয় ঃ কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশন সংক্রান্ত নীতিমালা।

১৯৯৮ সালের ৭ নং আইন বলে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরের ২২ সেপ্টেম্বর ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। সে থেকে বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণ বিতরণ করে আসছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঋণ বিতরণ করা সত্ত্বেও বিতরণকৃত ঋণের একটি অংশ খেলাপী হয়ে যায় যা ব্যাংকের ক্ষতির কারণ হিসাবে আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ খেলাপী ঋণ যাতে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে না পারে সে জন্য মুনাফার একটি অংশ দ্বারা প্রভিশন সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রভিশন সংরক্ষনের স্বীকৃত মাধ্যম হলো ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশণ সংরক্ষণ।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণের প্রকৃতি ও পরিশোধের ধরণ বিবেচনা করে ঋণ শ্রেণীকরণের জন্য নীতিমালা ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন পূর্বক তা অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের **পত্র নং- বিআরপিডি(পি)৬৬১/১৩/২০০৫-১২৮৪** তারিখ ১৯.০৪.২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। ৩০.০৪.২০০৫ তারিখের অপারেশন পরিপত্র নং ০২/২০০৫ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রথম জারী করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসরন পূর্বক অত্র ব্যাংকে ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে আসছে। ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন সংক্রান্ত নীতিমালা জারীর পর বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্র/সার্কুলার/নির্দেশনার বিভিন্ন অনুচ্ছেদ পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংযোজন/সংশোধন করে নির্দেশনা জারী করা হয়। সকল পরিপত্র ও নির্দেশনা একত্রিত করে কাজ করতে গিয়ে একদিকে যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনি অন্য দিকে কাজের ব্যঘাত ঘটে। অনেক সময় পরিপত্র খুজেঁ পাওয়া যায়না। ফলে সকল পরিপত্র/নির্দেশনা একীভুত করে একটি সমন্বিত পরিপত্র জারীর প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অনুভব করায় সকল পরিপত্র/সার্কুলার/নির্দেশনা একীভুত করে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

০২। **ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত মাপকাঠি (*Criteria*) ঃ** ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমকে (ক) বস্তুগত মাপকাঠি (*Objective Criteria- OC*) এবং (খ) গুনগত মানের (*Qualitative Judgement- QJ*) ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে।

ক) বস্তুগত মাপকাঠির ভিত্তিতে (*Objective Criteria*) শ্রেণীবিন্যাস ঃ

(১) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ **'ক্ষুদ্র ঋণ'** হিসাবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে ঃ

ঋণ চুক্তিতে/ঋণ মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ঋণ পরিশোধিত না হলে তা **'অনিয়মিত'** বলে গন্য হবে। এরূপ ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের পর ১২ মাসের অধিক কিন্তু ৩৬ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'নিম্নমান'** হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হবে, ৩৬ মাসের অধিক কিন্তু ৬০ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'সন্দেহজনক'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে এবং এরূপ ৬০ মাসের উর্ধ্বে অপরিশোধিত থাকলে এটি **'মন্দ ঋণ'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(২) ব্যাংক কর্তৃক ২৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমকে (১) মেয়াদ উত্তীর্ণের সময়কাল এবং (২) খেলাপী কিস্তির সংখ্যা ও পরিমান এর ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।

চলমান পাতা- ০২

(২) (১) <u>মেয়াদ উত্তীর্ণের সময়কালের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস</u> ঃ কোন ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে মেয়াদ উত্তী(র্ণ হওয়ার পর ঋণটি **'অনিয়মিত'** হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এরূপ ঋণকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবেঃ

ক) কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর **১২** মাসের অধিক কিন্তু ২৪ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'নিম্নমান'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

খ) কোন ঋণ ২৪ মাসের অধিক কিন্তু ৩৬ মাস পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত না হলে এটি **'সন্দেহজনক'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে এবং

গ) কোন ঋণ ৩৬ মাসের উর্ধ্বে অপরিশোধিত থাকলে এটি **'মন্দ ঋণ'** হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(২) (২) <u>খেলাপী কিস্তির সংখ্যা ও পরিমানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস</u> ঃ কোন ঋণ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হলে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধিত না হলে এটি **'অনিয়মিত'** হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এরূপ ঋণকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে:

ক্র নং	পরিশোধের ধরণ	নিম্নমান (SS)	সন্দেহজনক (DF)	মন্দ ও ক্ষতি (BL)
ক	মাসিক ভিত্তিতে	১২ মাস ও তার অধিক কিন্তু ১৮ মাসের কম কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে	১৮ মাস ও তার অধিক কিন্তু ২৪ মাসের কম কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে	২৪ মাস ও তার উর্দ্ধে কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে
খ	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে	৪-৫ টি কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে	৬-৭ টি কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে	৮টি ও তার উর্দ্ধে কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে
গ	ষান্মসিক ভিত্তিতে	২টি কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে	৩ টি কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে	৪টি ও তার উর্দ্ধে কিস্তির সমপরিমান অর্থ খেলাপী হলে

(২) (৩) মৎস্য চাষ (পাংগাস, চিংড়ি, মনোসেক্স তেলাপিয়া, থাই কই) ও নার্সারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত ঋণের মেয়াদ ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১(এক) বছর নির্ধারণ করা হয়। এ সকল প্রকল্পে ৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড দিয়ে ৩টি মাসিক কিস্তিতে ঋণটি আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে ১২ মাসে প্রদেয় কিস্তির সংখ্যা ০৩টি। এ জাতীয় ঋণ শ্রেণি বিন্যাসের সময় মেয়াদোত্তীর্ণের ১২ মাস অতিক্রান্তের পর ৩টি কিস্তির সমপরিমান ঋণ খেলাপী হলে ঋণটি নিম্নমান ০৩টি অধিক কিন্তু ৪ কিস্তির কম খেলাপী হলে সন্দেহজনক এবং ৪ কিস্তি ও তার উর্দ্ধে খেলাপী হলে ক্ষতি ও মন্দ ঋণ হিসাবে শ্রেণি বিন্যাসিত হবে।

খ) <u>গুণগত মানের ভিত্তিতে (*Qualitative Judgement*) শ্রেণী বিন্যাস ঃ</u>

১. কোন ঋণ বস্তুগত মাপকাঠির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য হোক বা না হোক যদি ঐ সকল ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ দেখা দেয় তা হলে গুনগত মানের ভিত্তিতে উহা শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।

২. যে সকল বিবেচনার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে উক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে বা প্রতিকূল অবস্থার কারণে ঋণ গ্রহীতার মূলধন ক্ষতিগ্রস্থ বা অন্য কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির ফলে ঋণ আদায় অনিশ্চিত হলে গুনগত মানের ভিত্তিতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।

৩. উপরে বর্ণিত কোন কারণ বা অন্য কোন কারণে কোন ঋণ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যদি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে তবে গুনগত মানের ভিত্তিতে উহা **'নিম্নমান'** *(SS)* হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে। তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমেও ঋণের টাকা সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধের সম্ভাবনা না থাকলে উহা **'সন্দেহজনক'** *(DF)* এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও ঋণ আদায়ের কোন সম্ভাবনা না থাকলে গুনগত মানের ভিত্তিতে উক্ত ঋণ **'মন্দ ঋণ'** *(BL)* হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হবে।

৪. লক্ষ্যণীয় যে, গুণগত মানের ভিত্তিতে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে মূলত: যথাযথ উপযুক্ত এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও ঋণ আদায় না হলে তা শ্রেণিকরণের নির্দেশনা রয়েছে। বিষয়টি মূলত: শাখা ব্যবস্থাপক এর নিজস্ব বিচার বিবেচনার উপর নির্ভরশীল এবং এ বিচার বিশ্লেষণ সঠিক না হলে ঋণের প্রকৃত শ্রেণিকরণ বাধাগ্রস্থ হবে। তাই গুনগত মানের ভিত্তিতে ঋণ ও অগ্রিম শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপকগণের আরো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

চলমান পাতা- ০৩

ক) যথাযথ পদক্ষেপ ঃ যথাযথ পদক্ষেপ বলতে জামানত সমৃদ্ধকরণ, গ্রাহকের নিকট থেকে ঋণের অর্থ আদায়ের সম্ভাবনা না থাকলে গ্যারান্টারের নিকট থেকে আদায়ের সম্ভাবনা, গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের আগ্রহ ও আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের সম্ভাবনা ইত্যাদিকে বুঝাবে ;

খ) উপযুক্ত পদক্ষেপ ঃ উপযুক্ত পদক্ষেপ বলতে যথাযথ পদক্ষেপের পর পাশাপাশি ঋণ আদায়ের জন্য যোগাযোগ, সামাজিক চাপ সৃষ্টি, প্রশাসনের সহায়তা, নোটিশ ইস্যু, নৈতিক প্রচেষ্টা ইত্যাদি বুঝাবে ;

গ) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ঃ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বলতে যথাযথ ও উপযুক্ত পদক্ষেপের পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, মামলাধীন সময়ে কোর্টের বাইরে ঋণ আদায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ব্যর্থতা ইত্যাদিকে বুঝাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত দিক নির্দেশনাসমূহ সামগ্রিক কারণগুলোর অংশ বিশেষমাত্র। এ ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ পত্রকোষের প্রকৃত অবস্থা এবং সার্বিক বিষয়াদি মূল্যায়ন করে স্বীয় বিবেচনায় ঋণ শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশণ সংরক্ষনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক দায়ী থাকবে।

০৩। **<u>কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণের ক্যাটাগরী অনুযায়ী শ্রেণীকরণ ফরম ব্যবহার পদ্ধতি ঃ</u>**

ক) **<u>ক্ষুদ্র ঋণ</u> ঃ** ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণকে ক্ষুদ্র ঋণ হিসাবে গন্য করা হবে। এ ধরনের ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের সময়কাল (*Objective Criteria*) এর ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে। এ ধরনের ঋণ শ্রেণী বিন্যাসের জন্য CL-2 ফরম ব্যবহার করতে হবে।

খ) **<u>এককালীন পরিশোধযোগ্য মেয়াদী ঋণ</u>** ২৫,০০০/- টাকার উর্ধের যে কোন ঋণ যা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে এককালীন পরিশোধযোগ্য সে সকল ঋণকে এককালীন পরিশোধযোগ্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এ ধরণের ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের সময়কাল এবং গুনগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে। এ ধরনের ঋণ শ্রেণী বিন্যাসের জন্য CL-3 ফরম ব্যবহার করতে হবে।

গ) **<u>কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ</u>** ২৫,০০০/- টাকার উর্ধের যে কোন ঋণ যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য সে সকল ঋণকে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে গন্য করতে হবে। এ ধরনের ঋণ খেলাপী কিস্তির সংখ্যা ও পরিমান এবং গুনগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। এ ধরনের ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের জন্য CL-4 ফরম ব্যবহার করতে হবে।

০৪। **<u>প্রভিশন সংরক্ষণ ঃ</u>** **কর্মী ঋণ ব্যতীত (মটর সাইকেল, গৃহনির্মান, কম্পিউটার)**

(১) ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত (ক্ষুদ্র ঋণ) ঋণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে ;

(ক) অশ্রেণীকৃত (UC) ঋণের বিপরীতে	৫%
(খ) **নিম্নমান** (SS) হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	৫%
(গ) **সন্দেহজনক** (DF) হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	৫%
(ঘ) **মন্দ বা কু-ঋণ** (BL) হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	১০০%

(২) ২৫,০০০/- টাকার উর্ধে এককালীন ও কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে প্রতি জুন মাসে শ্রেণিকরণের সময় নিম্নোক্ত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে ঃ

(ক) অশ্রেণীকৃত (UC) ঋণের বিপরীতে	১%
(খ) **নিম্নমান** (SS) হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	২০%
(গ) **সন্দেহজনক** (DF) হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	৫০%
(ঘ) **মন্দ বা কু-ঋণ** (BL) হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে	১০০%

চলমান পাতা-০৪

০৫। <u>শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের সুদ হিসাবায়ন পদ্ধতি ঃ</u>

ক) কোন ঋণ নিম্নমান ও সন্দেহজনক হিসাবে শ্রেণীকৃত হলে তার উপর সুদারোপ অব্যাহত থাকবে তবে আরোপিত সুদ আয় হিসাবে স্থানান্তর করা যাবে না, স্থগিত সুদ হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ধরনের ঋণের টাকা আংশিক আদায় হলে প্রথমে স্থগিত সুদের টাকা আদায় করতে হবে। স্থগিত সুদ হতে প্রকৃত আদায়ের পরিমান আয় খাতে স্থানান্তর করতে হবে। আদায়কৃত ঋণের পরিমান স্থগিত সুদের অধিক হলে অবশিষ্ট টাকা আসল হতে আদায় দেখাতে হবে। ঋণটি সম্পূর্ণ সমন্বয়ের সময় হাল সময় পর্যন্ত সুদ আরোপ করে সুদ সহ সমুদয় টাকা আদায় করতে হবে;

খ) কোন ঋণ মন্দ হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হলে উক্ত ঋণ হিসাবে সুদ আরোপ করা যাবেনা। এরূপ কোন ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করতে হলে মামলা পূর্ব সময় পর্যন্ত সুদ আরোপ করে সুদাসলের উপর মামলা করতে হবে। তবে উক্ত রূপে আরোপিত সুদ স্থগিত হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে। মামলা দায়ের হউক বা না হউক এরূপ হিসাবে আংশিক জমা সংঘটিত হলে প্রথমে উক্ত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত হিসাবে রক্ষিত সুদ আদায় করতে হবে। জমার পরিমান স্থগিত সুদের বেশী হলে হাল সময় পর্যন্ত সুদ আরোপ করতে হবে এবং আরোপিত সুদ স্থগিত হিসাবে জমা করতে হবে। স্থগিত সুদ হতে প্রকৃত আদায়ের পরিমান আয় খাতে স্থানান্তর করতে হবে। জমার পরিমান স্থগিত সুদের বেশী হলে বেশী অংশ আসল হিসাবে আদায় করতে হবে। ঋণ পূর্ণ পরিশোধের সময়ও হাল সময় পর্যন্ত সুদারোপ করে সুদাসলে সমুদয় টাকা আদায় করতে হবে।

গ) ঋণ শ্রেণী করণ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর লেজারে প্রতিটি ঋণের *Status* লিখে রাখতে হবে। এ জন্য নিম্নের নমুনা মোতাবেক একটি রাবার ষ্ট্যাম্প তৈরী করে নিতে হবে। লেজার পৃষ্ঠার প্রতিটি ঋণের ফাঁকা স্থানে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করতে হবে। *Status* এর খালি স্থানে সংশ্লিষ্ট সময়ের *Classification Status* লিখতে হবে। অর্থাৎ *Status* এর ঘরে UC/SS/DF/BL -এর মধ্যে যা প্রযোজ্য তা *Status* কলামে বসাতে হবে।

Reference Date	**Status**
30.06.2017	
30.06.2018	
31.12.2019	

ঘ) সিএল ফরমে ব্যবহারের জন্য শাখার নামের সীল (ইংরেজীতে) তৈরী করে নিতে হবে। সীলের নমুনা হবে নিম্নরূপঃ

Faridpur Branch, Faridpur

Gazipur Branch, Gazipur

০৬। এছাড়া ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের সময় নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে:

ক) নিজস্ব তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত ঋণসহ সকল কর্মসূচীর অধীন বিতরণকৃত ঋণ কর্মসূচিভিত্তিক শ্রেণীকরণের আওতায় আসবে ;

খ) কর্মী ঋণ বলতে মটর সাইকেল, গৃহ নির্মান ও কম্পিউটার ঋণকে বুঝাবে। কর্মী ঋণের ক্ষেত্রে কোন প্রভিশন সংরক্ষণ প্রয়োজন নেই;

গ) এককালীন কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মানসহ এক বছর অতিক্রান্তের পরই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে;

ঘ) কোন ঋণ ও অগ্রিম পুন:তফসিল করা হলে শ্রেণীকরণের তারিখে বর্ধিত পরিশোধতব্য সময় বিবেচনায় নিতে হবে;

ঙ) মামলাধীন ঋণসমূহ শ্রেণীকরণের তারিখে মন্দ ও ক্ষতি (BL) হিসাবে শ্রেণীকরণ করতে হরে;

চ) খেলাপী ঋণের পরিমান নির্ণয় করার সময় গ্রেস পিরিয়ড বিবেচনায় নিতে হবে; উল্লেখ্য যে খেলাপী ঋণের পরিমান কখনোই ঋণ স্থিতির বেশী হবেনা ;

ছ) প্রতি বছর জুন ও ডিসেম্বর মাসে শ্রেণিকরণ কার্য সম্পাদন করতে হবে। তবে প্রভিশন সংরক্ষণ জুন মাসে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

চলমান পাতা- ০৫

০৭। কোন ক্যাটাগরীর ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের জন্য একটি *Basic Form* ব্যবহার করা হলেও তার জন্য *Work Sheet* ব্যবহার করতে হবে। একই ক্যাটাগরীর ঋণের জন্য একাধিক *Work Sheet* ব্যবহার করা হলে একাধিক *Work Sheet* এর তথ্য একীভূত করার জন্য পৃথক একটি *Work Sheet* ব্যবহার করতে হবে।

সকল ঋণের একীভুত তথ্য CL-1 এ প্রদর্শন করতে হবে এবং CL-1 পূরণের পূর্বে প্রত্যেক কর্মসূচীর ভিন্ন ভিন্ন CL-1 এর ওয়ার্কশীট পূরণ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের *CL Form* পূরণের নির্দেশিকা এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো। শাখাকে উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি ঋণ হিসাবকে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। উল্লেখ্য *CL Form* যা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে তা কম্পিউটারে প্রিন্ট করে শ্রেণিকরণ কার্য সম্পন্ন করতে হবে।

শ্রেণীবিন্যাসের কার্যক্রম সম্পন্ন করে CL ফরম ক্রমানুসারে সাজিয়ে (অর্থাৎ সবার উপরে CL-1 তারপর CL-1 এর ওয়ার্কশীট এভাবে CL-2 ---> CL-3 ---> CL-4) আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে। বিবরণীর সাথে শ্রেণীকরণের সূত্র তারিখের বৈষয়িক বিবরণীর (*Statement of Affairs*) কপি অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। বৈষয়িক বিবরণীতে (*Statement of Affairs*) প্রদর্শিত মোট ঋণ ও অগ্রিমের সাথে CL-1 এর ২ নং কলামের কর্মসূচী ভিত্তিক মোট অংকের মিল থাকতে হবে। অনুরূপভাবে CL-1 এর **১২** কলামের মোট অংকের সাথে বৈষয়িক বিবরণীর (*Statement of Affairs*) **"স্থগিত সুদ"** হিসাবের মিল থাকতে হবে। কর্মসূচী ভিত্তিক ঋণ স্থিতি CL বিবরনী ও বৈষয়িক বিবরনীতে মিল আছে মর্মে শাখা ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত হতে হবে।

০৮। পরিপত্রের বিষয়ে অধিকতর ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

অত্র পরিপত্র জারীর পর শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন সংক্রান্ত ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত সকল পরিপত্র ও নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মোঃ আব্দুল খালেক মিয়া)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

অপারেশন পরিপত্র নং- ০১/২০১৭ তারিখ: ০২.০৪.২০১৭

<u>সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি ঃ</u>

১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে), কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইটি ও প্রকৌশল বিভাগ- তাঁকে পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক।
৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক।
৬। অফিস নথি।

(মতিয়ার রহমান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক